দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 08 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতির আশা-আকাংখার সঙ্গে সংগতি রেখে উচ্চশিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সেশনজটে পড়ে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাই বিপর্যস্ত। আর ক্যাম্পাসহীন ও প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোবিহীন বেশকিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। এ অভিমত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের। কমিশন প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের মতে দেশ ও জাতির উচ্চতর পর্যায়ের কর্মকাণ্ড যেমন উচ্চতর প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশ ও জাতির নেতৃত্বদান, উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে উচ্চশিক্ষার এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

মঞ্জুরী কমিশন বলেছে দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের কর্মসূচী (১৪শঃ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী ও বেসরকারী

(৩য় পৃঃ পর)

গ্রহণ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল কাজ শিক্ষা ও গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও শুধু শিক্ষাদান কর্মসূচীই যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। দক্ষ ও জ্ঞানী ডিগ্রীধারী মানবসম্পদ আশানুরূপভাবে তৈরী হচ্ছে না। উপরন্তু উচ্চশিক্ষার মান রক্ষায় বাইরে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করাও সম্ভব হচ্ছে না। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করার কাজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পারছে না।

মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন খাতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক চাহিদা রয়েছে সরকারের দেয়া উচ্চশিক্ষা খাতে স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে কমিশন তা মোকাবিলা করতে পারছে না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় বাজেটের সাথে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন বরাদ্দ আনুপাতিক বৃদ্ধি না পেয়ে কমে আসছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে। যাতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষাদান কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে ১৩টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যথেষ্ট নয়। ছাত্র সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলেছে। ফলে শিক্ষার মানও হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষার গুণগত মান নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রেটিং-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছে, এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগগুলোর মধ্যে সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট হবে এবং প্রদত্ত ডিগ্রীর সমতাবিধান ও মান নির্ধারণ সম্ভব হবে।